রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

এপ্রিল-২০২০

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

এপ্রিল মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **১১৯**টি। **নিহত ১৩৮**জন এবং **আহত ১১২** জন। নিহতের মধ্যে শিশু **১৭** এবং নারী **১২**জন। এককভাবে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। ৩৮টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৩৪জন, যা মোট নিহতের ২৪.৬৩%। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ৩১.৯৩ শতাংশ।

দুর্ঘটনায় ৪১ জন পথচারী নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের ২৯.৭১ শতাংশ। নিহতদের মধ্যে শিক্ষার্থী ২৪, শিক্ষক-৩, স্থানীয় রাজনীতিক নেতা-কর্মী-৩, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক- ১৮ জন, উন্নয়নকর্মী-৪, সেনা সদস্য-২, পুলিশ-১, জেলা প্রশসকের দেহরক্ষী-১, সাবেক ক্রিকেটার-১, সাংবাদিক-১জন। একজন এসিল্যান্ড মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন। অন্যান্যরা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

দুর্ঘটনাসমূহ আঞ্চলিক সড়কে **৬৭**টি (৫৬.৩০%), গ্রামীণ সড়কে ২৪টি (২০.১৬%), মহাসড়কে **২৮টি** (২৩.৫২%) ঘটেছে।

দুর্ঘটনার ধরন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মুখোমুখি সংঘর্ষ-**২৩** (১৯.৩২%), নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে/ উল্টে-**৩১** (২৬.০৫%), পেছন থেকে ধাক্কা ২৮ (২৩.৫২%), চাপা দেয়া-**৩৭** (৩১.০৯%) টি দুর্ঘটনা ঘটেছে।
দুর্ঘটনার সময় পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ভোরে ৯ সকালে ৪৬, দুপুরে ৩১, বিকালে ১২, সন্ধ্যায় ১০, রাতে ১৪টি ঘটেছে। বিভাগওয়ারী চিত্র: ঢাকা ২১, রাজশাহী ১৮, চট্টগ্রাম ১৭, খুলনা ১৬, বরিশাল ১৩, রংপুর ১১, সিলেট ১২, ময়মনসিংহ ১১।
দুর্ঘটনায় দায়ী যানবাহনের সংখ্যা-**১৯২**। বাস-**১**, ট্রাক-৪৬, ট্রাক্টর-৭, কাভার্ড ভ্যান-**১০**, পিকআপ-**১১**, সেনা ট্রাক-**১**, ট্রলি-**৫**, **ট্যাংক লরি-১**, মাইক্রোবাস-**৬**, জীপ-**১**, মোটরসাইকেল-**৩৮**, ইজিবাইক-**৭**, সিএনজি-**৯**, অটো-**২১**, ব্যাটারী ভ্যান-**৪**, অটো বোরাক-**১**, রিকশা-**১২**, টমটম-১, আলমসাধু-৬, মাহিন্দ্র-**১**, চান্দের গাড়ি-৩টি।

৮টি নৌ-দুর্ঘটনায় **৮** জন নিহত ও **২** জন আহত এবং **২** জন নিখোঁজ রয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৭টি জাতীয় দৈনিক, ৪টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ:
১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহ:
১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; ৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. রারবার কমিটি গঠন এবং সুপারিশমালা তৈরির চক্র থেকে বেরিয়ে টেকসই পবিহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা পোষণ করতে হবে।

স্বাক্ষরিত
(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন